দৈনিক ইনকিলাব

30 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

080

দৈনিক ইনকিলাব

গত ২১ জুলাই, শুক্রবার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর মোহাম্মদ ওসমান গণি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাহ. এলায়হে রাজেউন) মৃত্যু জীবনের অনিবার্যর পরিণতি জেনেও তাঁর মৃত্যু আমার হৃদয়মনে দারুন শেল হেনেছে। ডক্টর ওসমান গনি ছিলেন আমার বাল্য বন্ধু। জীবনের বিচিত্র বর্ণাঢ্য পথে তিনি হেঁটেছেন কিন্তু তাঁর বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি কোন দিন। দূরে থেকেও তিনি সবসময় আমার খোঁজ নিয়েছেন। আজ থেকে ৬৪ বৎসর আগে তিনি কিশোরগঞ্জ আজিম উদ্দীন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এসে ভর্তির হয়েছিলেন।এই মহকুমার করিমগঞ্জ থানাধীন ভাঙ্গন বাড়ী এম/ ই, স্কুল থেকে তিনি ১৯২৪ সনের শেষমেষি এমই স্কুলারশীপ পরীক্ষা দিয়ে ময়মনসিংহ জেলার বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এখন জেনে ছিলাম তিনি সকল বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আজিম উদ্দীন স্কুলে তিনি ১৯২৫ সনের জানুয়ারীতে ক্লাশ সেভেনের ছাত্র হন। আমি তখন কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ক্লাশ সেভেনের ছাত্র। একজন দারুন প্রতিভাশালী স্কলার ছাত্র কিশোরগঞ্জ এসেছে।শুনে আমি পরিচিত হবার সুযোগে থাকি। কিছুদিনের মধ্যেই সে সুযোগ এলো। মাত্র কয়েক দিন একজন ব্যবসায়ীর বাড়ীতে থাকার পর তাঁকে আজিমউদ্দিন স্কুলের ডোনার মুন্শী আজিম উদ্দিন মোলতাব সাহেবের বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা হল। স্কুলের ডোনার ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। সুতরাং ডকটর গনি এখানে আসার পর থেকেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটে এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমরা অন্তরংগ হয়ে পড়ি।

ডকটর গনির পিতা একজন ব্যবসায়ী এবং মাতাববর গোছের লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভেতরে কোনদিন কোন আত্মম্ভরিতা দেখা যায়নি। ডকটর গনি স্কুলে চার বৎসর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে আর একজন বিজ্ঞানী ডকটর আবদুল কাদের আজিমুদ্দীন স্কুলে এসে ভর্তি হন। তাঁর সংগে আমাদের দু'জনের বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠে। তখন শহরে অবস্থানরত মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম থাকায় আমরা বন্ধু খুঁজে বের করতাম নিছক প্রয়োজনে। বস্তুতঃ যুগটা ছিল মুসলিম শিখার প্রস্তুতি যুগ। গ্রামাঞ্চল থেকে অল্প অল্প মুসলমান ছাত্র আস্তো শহরের হাই স্কুলে পড়াশুনার জন্য। দু'চার জন ছাত্রের দেখা যেতো শহরে থাকার ব্যবস্থা করতে। আমি ডকটর ওসমান গনি, ডকটর আবদুল কাদের রোজ বিকেলে শহরের কাচারী এলাকা হতে একরাম পুর এবং পরে ঈদখানায় ময়দান পর্যন্ত সান্ধ্য ভ্রমণে বের হতাম ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সন অর্থাৎ ম্যাট্রিক পরীক্ষার বৎসর পর্যন্ত আমাদের এই বেড়ানোর অভ্যেসটা ছিল। ডকটর কাদের গত বৎসর ইন্তেকাল করেছেন, এবার গেলেন ডকটর গনি। আজ স্মৃতির পাখায় ভর করে কৈশোরের হারানো দিনের কথা মনে পড়ে আর মনো নিবৃতিতে নিঃসঙ্গতার জ্বালা ভীষণ হয়ে উঠে। ইচ্ছা হয় বলে চিঠি এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

ডকটর গনি স্কুলে খুব নাম করেছিলেন। সব পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হয়েছেন। ১৯২৭ সনে তিনি ক্লাশ নাইনের ছাত্র। এই সময়ে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর মিঃ স্টেপ্লটন ক্লাশে এসে ডকটর গনিকে একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন। তিনি উনত মস্তকে দাঁড়িয়ে স্কটের Pastiótio কবিতাটা জোর গলায় আবৃতি করেন। আবৃতি শুনে সাহেব তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ডকটর গনি সব পরীক্ষায় ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। আজিম উদ্দিন হাই স্কুলের তৎকালীন হেডমাস্টার বসন্ত কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষক আদিনাথ রায় হীরেন্দ্র গোস্বামী, জনাব মাহমুদ হোসেন তাঁর পড়াশুনার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন।

ডকটর গনি এই স্কুলের আসার পর মাকুমায় ভাল ভাল মুসলমান ছাত্র ওখানেই ভর্তি হত। এর ফলে পরবর্তী কালে দেখা গেল আজিমুদ্দিন স্কুলের মুসলমান ছাত্রেরা মাট্রিক পরীক্ষায় বেশ ভাল করেছে। কেউ কেউ 'লেটারদ পেরেছে।

ডকটর গনি 'বাবু' ছাত্র ছিলেন না। সাধারণ জামা কাপড় পরতেন। আমরা কেউ কেউ খদ্দরের জামা বানিয়েছি। কিন্তু ডকটর গনি মিলের কাপড়ে পছন্দ করতেন। তখন ঢাকা থেকে একজন দর্জি কিশোরগঞ্জ আসেন। নাম কাজী ইসা। তিনি ছাত্রদের জন্য নতুন ধরনের শার্ট পায়জামা বানাতেন। তার ঘর ছিল পুরান থানা অঞ্চলে। আমি ডকটর গনি ও ডকটর কাদের কাজী ইসাকে দিয়ে নতুন ধরনের শার্ট বানিয়েছি। জামামাও (আলীগড়ী) বানিয়েছি। শার্টগুলোর গলা